দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

৬৭

জনমত

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ভাতা

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছেন। সেই সাথে বিদ্যালয়গুলি থেকে ঝড়ে পড়া রোধ করার জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীসহ আরো অনেক জনহিতকর কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন যা এর পূর্বে অন্য কোন সরকার করেননি।

কিন্তু তবু একথা না বলে উপায় নেই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বা এক্ষেত্রে মৌলিক কাজের দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত সেই শিক্ষকরা যাতে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে ও উৎসাহের সাথে সে দায়িত্ব পালন করতে পারে সে দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি। তাদের ক্ষেত্রে এখনো সেই পুরানো আমলের বেতন স্কেলই চালু আছে যা ট্রেনিং ছাড়া সহকারী শিক্ষকদের ১০৫০ টাকা ট্রেনিং প্রাপ্তদের ১২০০ টাকা এবং ট্রেনিং ছাড়া প্রধান শিক্ষকদের ১১২৫ টাকা, ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ১৩০০। এই সামান্য বেতন নিয়েই প্রাথমিক শিক্ষকদের দূর দূরান্তের বিদ্যালয় থেকে মাসে ১০/১২ বার থানা অফিসে যাতায়াত করতে হয়। তার সাথে ক্লাষ্টার, সাব ক্লাষ্টার, ট্রেনিং-এ যোগদান করতে হয়। বেতনের টাকাতেই এর খরচও চালাতে হয়। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন প্রকার টিএ ডিএ-এর ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে বাজারের যা অবস্থা তাতে স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক শিক্ষকরা সব সময় আর্থিক টানাপোড়নে থাকেন। অথচ এদিকে সময়ের দাবী অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিবর্তন হয়েছে। সহকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বর্তমানে এসএসসি পাসের পরিবর্তে এইচএসসি, সিএনএড এবং প্রধান শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বিএ, সিএনএড, বিএড অথবা এমএসি, এনএড/বিএড চাওয়া হচ্ছে। তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি কাজ কর্মও আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু বেতনের কোন পরিবর্তন হয়নি।

আগে প্রধান শিক্ষক ও থানা সহকারী শিক্ষা অফিসারের বেতনস্কেল ছিল যথাক্রমে ১৩০০ ও ১৩৭৫ টাকা। বর্তমানে সহকারী শিক্ষা অফিসারের বেতন স্কেল ২৩০০ টাকা। এই পরিবর্তন অবশ্যই বর্তমান সময়ের প্রয়োজনেই করা হয়েছে। শুধু এ ক্ষেত্রেই নয় সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আরো অনেক বিভাগেই যৌক্তিক পর্যায়ে বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় আমরা প্রাথমিক শিক্ষকরাই কেন তা হলে উপেক্ষিত থাকবো। অতএব সদাশয় বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে আকুল আবেদন, মানবসম্পদ সৃষ্টিতে যারা প্রাথমিকভাবে জড়িত সেই প্রাথমিক শিক্ষকদের সঠিক মূল্যায়ন করা হোক। এবং বর্তমান বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এতে প্রাথমিক শিক্ষকরা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে আরো উৎসাহিত হবে।

তপন চাকমা
প্রাজীব বড়ুয়া নিত্যনান্দ চাকমা
রাঙ্গামাটি, পাঃ জেলা